বিগ বাজেটের পুজোয় সেজে উঠছে বাঁকুড়ার পুজোমণ্ডপগুলি

(বামদিকে) বাঁকুড়ার প্রণবানন্দ পল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। (ডানদিকে) বাঁকুড়ার মধ্য কেন্দুয়াডিহি সর্বজনীন দুর্গা পুজোর মণ্ডপ

ইন্দাসের সর্বজনীন পুজোগুলিকে ঘিরে স্থানীয়দের উৎসাহ চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লক শহরের সর্বজনীন পুজোকে কেন্দ্র করে ফি বছর মেতে ওঠেন বাসিন্দারা। ইন্দাস ব্লক শহরে ৪টি সর্বজনীন পুজো হয়। তার মধ্যে, ইন্দাস হাইস্কুল সংলগ্ন স্থানে আয়োজিত সৌমেন স্মৃতি সংঘের পুজো অন্যান্য বারের মতো এবছরও থিমের পুজো হচ্ছে। এবছর তাদের পুজোর থিমে একই মণ্ডপে বিশ্ববাংলা লোগো, মৌমাছির চাক ও গভীর জঙ্গলের চিত্র ফুটে উঠবে। কমিটির সদস্যরা বলেন, মণ্ডপে মোট ৪টি ধাপ থাকবে। তারমধ্যে প্রথম ধাপে থাকবে আটটি হাতের উপর বিশ্ববাংলার বিশালাকার লোগো। দ্বিতীয় ধাপে থাকবে মৌমাছির মধু সংগ্রহ। তৃতীয় ধাপে থাকবে গভীর জঙ্গলের বটবৃক্ষে একাধিক মৌচাক ও শেষ ধাপে থাকবেন দেবী দুর্গা। অর্থাৎ একই মণ্ডপে বৈচিত্রপূর্ণ দৃশ্য ফুটিয়ে দর্শণার্থীদের কাছে তুলে ধরা হবে। অভিনব এই মণ্ডপসজ্জাকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই স্থানীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ফ্রেন্ডস্ ক্লাব ও সেবক সমিতির সর্বজনীন পুজো কমিটিদুটি এবারে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে পুজো করছে। কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁশ, কাপড়, থার্মোকল দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হবে। এছাড়াও গোলাপকুঞ্জ সর্বজনীনের পুজো স্থায়ী মন্দিরেই হবে। সেখানে প্যাণ্ডেল নির্মাণ না হলেও মন্দির এলাকা আলোকমালায় সাজিয়ে

তোলা হবে। তা দর্শণার্থীদের নজর কাড়বে। সৌমেন স্মৃতি সংঘের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস বলেন, প্রতি বছরই আমরা নতুন ধরণের থিম করার চেষ্টা করছি। এরআগে আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, ইস্টিকুটুম, পুরনো বটবৃক্ষ, সুরলোকে জয় মাদুর্গা, অমরনাথের পথে সহ বিভিন্ন থিম করা হয়েছে। প্রায় দেড় মাস ধরে মণ্ডপ সজ্জার কাজ চলছে। এবারে আমাদের পুজো ৩১ বছরে পড়লো। বাজেট প্রায় ৪লক্ষ টাকা। ইন্দাস সেবক সমিতির পুজোয় এবারে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মণ্ডপে কুটির শিল্পের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পুজোয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে কমিটিতে সর্ব ধর্মের মানুষদের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। সেবক সমিতির সম্পাদক চন্দন রক্ষিত বলেন, মণ্ডপ তৈরির মূল উপকরণ মাদুরকাঠি। এছাড়াও কাঠের গুঁড়ো, থার্মোকল, মাটির সঙ্গে প্লাসচার অফ প্যারিস দিয়ে নানান কারুকার্য করা হচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষজনই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। এই বারে আমাদের পুজো ৪৪ বছরে পড়লো। বাজেট প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। ফ্রেন্ডস্ ক্লাবের সর্বজনীন পুজোয় এবারে কাল্পনিক পুজোর আদলে মন্দির সাজানো হচ্ছে। কমিটির সম্পাদক কাজল দাস বলেন, বাঁশ, কাপড় আর থার্মোকল দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হচ্ছে। মণ্ডপে ভারতীয় সেনা এবং ভারত মাতার ছবির মাধ্যমে শান্তির বার্তা দেওয়া হবে। প্রতিমা সাবেকি গড়নের। এবারে পুজো ৩৫ বছরে পড়লো। বাজেট প্রায় ২ লক্ষ টাকা। ইন্দাসের গোলাপগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটির পুজো স্থায়ী মণ্ডপেই হয়। তাই প্যাণ্ডেলের খরচ কম হলেও গোটা মন্দির প্রাঙ্গন আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়। কমিটির সম্পাদক কানাইলাল ঘোষ বলেন, আগে কাপড়ের প্যাণ্ডেল হতো। পরে দর্শনীয় মন্দির করা হয়েছে। প্রতিমা সাবেকি গড়নের। এবারে আমাদের পুজো ২৬ বছরে পড়েছে। বাজেট প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

শুধু খিচুড়ি নয়, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলিকে গুরুত্ব আরোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ গ্রাম বাংলার অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলিকে শুধুমাত্র খিচুড়ি রান্নার পরিচিত না থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে এবার পথে নামল ব্লক প্রশাসন ও সিনি'র সদস্যরা। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার খড়গ্রাম থানার আলিনগর ১৪৭নং অঙ্গনওয়ারি সেন্টারে হয়ে গেল এক সচেতনতা শিবির। সিনি এবং ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এদিনের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন খড়গ্রামের বিডিও সৌরভ ধল্ল, খড়গ্রাম ব্লকের শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক পুলক বর সহ খড়গ্রাম ব্লকের শতাধিক কেন্দ্রের কর্মী ও গ্রামবাসীরা। এদিন আর্লি চাইল্ড কেয়ার সেল নামে এক নতুন প্রকল্পের সূচনা করা হয়। গ্রামবাসীদের এই নতুন প্রকল্পের সম্পর্কে বিস্তারিত সচেতনতা মূলক শিবিরের জানানো হয়। খড়গ্রামের বিডিও সৌরভ ধল্ল বলেন, একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম তিন বছর খেলাধূলার পাশাপাশি খেলাধূলার ছলে শিক্ষাদানকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এই দিকটির তুলনা করেই এই সরকারি প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁরা বলেন। আগামীদিনে এসম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিষয় গ্রামবাসীদের কাছে তুলে ধরা হবে। অভিভাবকরা শিশুদের অবশ্যই যেন অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে নিয়ে যান সেই বিষয়েও জোর দেওয়া হয়। এদিন সিনির পক্ষ থেকে খড়গ্রামে প্রচার চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

চণ্ডীপাঠে ত্রুটি, নবদ্বীপের যোগনাথ তলার দুর্গা রক্তিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ শহর মূলত বাস উৎসবে খ্যাত হলেও পারিবারিক ও বারোয়ারী দুর্গাপুজোতেও সেজে ওঠে নবদ্বীপ। শহরে একাধিক ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো হয়ে থাকে বলে জানা গিয়েছে। রামসিতা পাড়ায় রয়েছে, অভয়া মাদুর্গা। এই দুর্গা সারা বছর ধরেই পূজিতা হন। নবদ্বীপ শহরের যোগনাথ তলাতে ভট্টাচার্য বাড়ির পুজোয় রয়েছে এক করুণ কাহিনী। জানা গিয়েছে, প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে ওই বাড়ির লালদুর্গা দেখতে ভীড় জমাতেন বাসিন্দারা। লালদুর্গা নামে খ্যাত ওই দুর্গা প্রতিমা আজও শহরবাসীর কাছে জনপ্রিয়। কিন্তু অনেকের কাছেই প্রশ্ন, দুর্গার রঙ লাল কেন? এই প্রসঙ্গে ভট্টাচার্য বাড়ির প্রবীণ সদস্যরা জানালেন, এই পুজো প্রথমে হত ঢাকা জেলার মিজোরা গ্রামে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভট্টাচার্য পরিবারের প্রধান রাঘবের চারটি পুত্র সন্তান ছিল। নবমীর দিন চণ্ডীপাঠ চলাকালীন এক সন্তান চণ্ডীপাঠে ত্রুটি হয়েছে বলে জানান। তখন পরিবারেরই এক সদস্য ওই সন্তানকে চণ্ডীপাঠ করতে বলেন। তিনি চণ্ডাপাঠ করতে বসলে মাদুর্গা উত্তরমুখী থেকে পশ্চিমমুখী হয়ে যান এবং দেবীর রঙ লাল বর্ণের হয়ে যায়। আর দেবীর সামনে চণ্ডীপাঠরত সন্তানের রঙও পরিবর্তন হতে থাকে। ধীরে ধীরে সন্তানের শরীর ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। দশমীর দিন দেবীর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানটিও মারা যান। এই ঘটনার পর থেকেই দেবীকে পশ্চিমমুখী করা হয় এবং গায়ের রঙ করা হয় লাল। ভট্টাচার্য পরিবার ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ এসেছিল। তারপর কাশী এবং প্রায় একশো বছর আগে নবদ্বীপে আসে ওই ভট্টাচার্য পরিবার। তখন থেকেই নবদ্বীপ শহরের যোগনাথ তলায় পুরনো রীতি রেওয়াজ মেনেই পূজিতা হয়ে আসছেন মা লালদুর্গা। এই পুজোর প্রস্তুতিও শেষ। এই পুজো ঘিরে এলাকায় একটা আবেগ রয়েছে। একচালার মধ্যেই পূজিতা হন দেবী দুর্গা সহ তাঁর সন্তানরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের রসুলপুর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে শুরু হল সমাবর্তন অনুষ্ঠান। শুক্রবার সকালে মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ছোটো গোবিন্দপুর এস এন পাঁজা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. প্রসেনজিৎ সরকার। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রসুলপুর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি সেখ আব্দুস সবুর, রসুলপুর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহঃ রফিকুল ইসলাম, কাঁটাদিঘি জুনিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষক সাহাবুদ্দিন আহমেদ সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

কাটোয়ায় বক্সি বাড়ির ড্রাগনরুপী দুর্গা দেখতে ঢল নামে দর্শণার্থীদের

শ্যামল রায়, কাটোয়া ঃ আর মাত্র ৪৮ ঘন্টা, তারপরেই শুরু হয়ে যাবে বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। তাই পুজো উদ্যোক্তারা শেষ মুহূর্তে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন সবকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে। কাটোয়াতেও পারিবারিক ও সর্বজনীন দুর্গাপুজো ঘিরে চলছে সাজসাজ রব। দিন রাত এক করে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মণ্ডপ শিল্পীরা।

তবে কাটোয় মহকুমা জুড়ে পারিবারিক পুজোগুলির ঐতিহ্য মানুষের কাছে অজানা নয়। বিশেষ করে কাটোয়া থানার অন্তর্গত ড্রাগনরুপী সিংহের উপর মাদুর্গার অসুর নিধন সত্যিই অনবদ্য। তাই এই মণ্ডপ মন কেড়ে নেয় দর্শণার্থীদের। বিজয়নগর বাড়ির বক্সি বাড়িতে উমা আসেন তাঁর সন্তানদের ছাড়াই। দুর্গার দুই নেত্যরতা নারী মূর্তি, জয়া আর বিজয়া। একচালার ড্রাগনরুপী সিংহের উপর মা দুর্গার অসুরনিধনে চিরাচরিত সেই মৃণ্ময়ী মূর্তি থাকলেও থাকেন না, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। প্রাচীনকাল থেকেই যে মূর্তিতে

দেবীর আরাধনা করেছেন পূর্বপুরুষরা, বর্তমানে বংশধরেরা সেই চিরাচরিত মৃণ্ময়ী মূর্তি গড়ে দেবীর আরাধনা করে যাচ্ছেন। পূর্ব পুরুষদের রীতি নীতি মেনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ভরে বর্তমান বংশধরেরা আজও পুজো করছেন। পূর্বরীতি অনুযায়ী আজও পুজোয় ছাগবলি দেওয়া হয়। তৎকালীন সময়ে বর্ধমান মহারাজার কামানের তোপ দাগা হতো। সেই আওয়াজ লোকমুখে গ্রাম থেকে গ্রাম ছড়িয়ে যেত। বর্তমানে রাজাও নেই, আর সে কামান দাগাও হয় না। কিন্তু বক্সি বাড়ির সদস্যরা সেই নিয়ম আজও মানেন, তবে একটু অন্যভাবে। জানা গিয়েছে, গ্রামের প্রান্তে একজনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। লোকটি ঘড়ির সময় অনুযায়ী তৎকালীন সময়ে ঠিক যেমন ভাবে হাঁক দিতেন, ঠিক সেইভাবেই হাঁক দেওয়া হয়। সেই ডাক শুনে বক্সি বাড়ির সন্ধিপুজো শুরু হয়। আজও বক্সি বাড়ির পুজোয় গ্রামের মানুষদের একসাথে খাওয়ানোর রেওয়াজ রয়েছে। বিসর্জনের দিন রীতি অনুযায়ী বাড়ির সদস্যদের সিদ্ধি খাওয়া বাধ্যতামূলক। বাড়ির সদস্যরাই কাঁধে করে দেবীর প্রতিমা নিরঞ্জন করেন। ইতিমধ্যেই পুজোর মন্দির নতুনভাবে সাজানো হয়ে গিয়েছে। পুজোর শেষ প্রস্তুতি প্রায় শেষের মুখে।

প্রায় দুই শত আশি বছরের পুরনো দুর্গাপুজো এটি। এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কারোর নির্দিষ্ট নাম শোনা না থাকলেও, প্রচলিত মত অনুযায়ী যদুনাথ বক্সি মতান্তরে দুর্গা বক্সি এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। বর্তমান বংশধর পাঁচুগোপাল বক্সির কথা অনুযায়ী জানা যায়, এই বংশের আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদে। তৎকালীন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময়ে শুরু হয় বর্গীদের উপর আক্রমণ। মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত সেই সময় মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন। বক্সি পরিবার সেই সময় আক্রমণের শিকার হয়ে চলে আসেন বর্তমানে কাটোয়া থানার খাজুরডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়নগরে। বিজ অর্থে নদী। নদীর ধারে গড়ে ওঠা জনপদই আজকের বিজয়নগর। বক্সি পরিবার এই গ্রামে আসার পরেই প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা করেন।

খুলে দেওয়া হল রণগ্রাম সেতু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ শুক্রবার থেকে খুলে দেওয়া হল কান্দি বহরমপুর রুটের রণগ্রাম সেতু। ফলে এদিন থেকে ফের এই সেতু দিয়ে শুরু হল বাস চলাচল। কান্দি মহকুমার পূর্ত দফতরের অ্যাইঃ রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, কলকাতার মাঝেরহাট সেতু দুর্ঘটনার পর কান্দি মহকুমার রণগ্রাম সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। একমাস আগে কান্দি বহরমপুর রাজ্য সড়কের উপর খুলে থাকা প্রায় দুই শত বর্ষ প্রাচীন রণগ্রাম সেতুর কাজ শুরু হয়। কাজ শেষ হবার পর ফের সেতু খুলে দেওয়া হয়েছে। কান্দি-বহরমপুরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটি খুলে দেওয়ায় মানুষকে আর অতিরিক্ত ৩০ কিমি পথ ঘুরে যেতে হবে না। বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, এই সেতু টি সংরক্ষণের পর চালু হওয়ায় আমি খুশি। শুধু এই সেতু নয়, রাজ্যের অনেকগুলি সেতুই সংস্কারের কাজে নেমেছে রাজ্য সরকার।

নার্সিং কোর্স নিয়ে চিন্তিত ?
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য
Direct Nursing Admission – 2018
(Recognized by I.N.C/K.N.C/R.G.U.H.S, Bangalore)
Educational Qualification : 10th/12th Pass (Arts/Science/Vocational/Commerce)
• G.N.M : 3 Years
• B. Sc. : 4 Years
Admission Contact :- 8073172973

SEX সমস্যায় হারবাল চিকিৎসা
মহিলা ও পুরুষের স্বাস্থ্য সমস্যা, চেহারায় লাবণ্য, চুল পড়ার সমস্যা (১৪ দিনে গ্যারেন্টিসহ পরিবর্তন)।
ডাঃ এন.কে.রায় মোঃ- 9433276106
মদ ছাড়ানোর ঔষধ পাইকারী দামে পাওয়া যায়। গোপনে মদের নেশা ছাড়ান (১০ দিনে পরিবর্তন)
কলিকাতা (দমদম), আরামবাগ, উদয়নারায়ণপুর, হেড়িয়া, শ্যামপুর।
যোগাযোগ ঃ- 9433156731, 7501330207